ইউনিট ১২

ভূমি
Land

ভূমিকা

কোন একটি দ্রব্য উৎপাদনের জন্য যে চারটি উপকরণ ব্যবহৃত হয় ভূমি হলো তার মধ্যে প্রধান এবং প্রথম মৌলিক উপকরণ। ভূমি ছাড়া কোন কিছুই উৎপাদন করা সম্ভব নয়। উৎপাদন কার্যক্রমে অবদান রাখার জন্য ভূমির মালিককে যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয় তাকে সাধারণত: খাজনা বলে। এ ইউনিটে আমরা ভূমি ও খাজনার ধারণা, মোট ও নীট খাজনা, খাজনা র্নিধারণ, নিম খাজনা, খাজনা ও দামের সম্পর্ক প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করবো।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৫ দিন

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ১২.১: ভূমি : সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

পাঠ ১২.২: খাজনা : সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

পাঠ ১২.৩: খাজনা নির্ধারণ

পাঠ ১২.৪: নিম খাজনা

পাঠ ১২.১ ভূমিঃ সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য
Land: Definition and Features

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- ভূমির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ভূমির বৈশিষ্ট্যসমূহ বলতে পারবেন।

মূলপাঠ

ভূমি (Land)

ভূমি হল উৎপাদনের প্রথম ও মৌলিক উপাদান। সাধারণ ভাষায়, ভূমি বলতে ভূ-পৃষ্ঠকে বুঝায়। কিন্তু অর্থনীতিতে এটা বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়। অর্থনীতিতে কেবল পৃথিবীর উপরিভাগকে ভূমি বলা হয় না। অর্থনীতিতে ভূমি বলতে প্রকৃতির অবারিত দান সকল সম্পদকেই বুঝায়। অতএব, ভূমির উপরিভাগ, মাটির উর্বরতা, আলো, বাতাস, তাপ, আবহাওয়া, জলবায়ু, বৃষ্টিপাত, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, খনি, বন, মৎস্যক্ষেত্র প্রভৃতি ভূমির অন্তর্ভুক্ত। ভূমি দ্রব্য উৎপাদনের প্রাথমিক ও প্রধান উপকরণ। কৃষি, বন, খনি এবং মৎসক্ষেত্রের বেলায় ভূমির গুরুত্ব সর্বাধিক। অর্থনীতিবিদ মার্শালের মতে ভূমি হল ঐ সমস্ত বস্তু বা নৈস্বর্গিক শক্তি যা মানুষের কল্যানে প্রকৃতি অবারিত দান করেছেন। এ সংজ্ঞানুযায়ী মৃত্তিকা, আলো, বাতাস, পানি, খনিজ সম্পদ, বৃক্ষ তরুলতা, পশু-পক্ষী সবই ভূমির অন্তর্গত। মানুষ এগুলো সৃষ্টি করতে পারে না। সুতরাং উৎপাদন কার্যে সহায়ক প্রাকৃতিক সকল সম্পদকে অর্থনীতিতে ভূমি বলা হয়।

ভূমির বৈশিষ্ট্য (Features of Land)

১। **ভূমি প্রকৃতির দানঃ** মাটি, বায়ু, বৃষ্টি, সমুদ্র, নদী-নালা, খনি এবং ভূউপরিস্থ সবকিছুই প্রকৃতি প্রদত্ত দান। ভূমি হচ্ছে উৎপাদনের মূল উপাদান।

২। **ভূমির যোগান স্থিরঃ** ভূমির যোগান বাড়ানো বা কমানো যায় না। উৎপাদনের সকল উপাদান সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয় কিন্তু ভূমির যোগান স্থির। কারণ ইহা প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল।

৩। **ভূমি স্থায়ী উপাদানঃ** ভূমি একটি স্থায়ী উপাদান। অর্থাৎ ইহা কখনও নিঃশেষ হয়ে যায় না। কিন্তু অন্যান্য উপাদান যেমন শ্রম, মূলধন, সংগঠন ইত্যাদি অস্থায়ী।

৪। **গতিশীলতার অভাবঃ** ভূমি স্থানান্তর করা যায় না অর্থাৎ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ভৌগলিক দিক থেকে ভূমির গতিশীলতা নেই। কিন্তু শ্রম, মূলধন ও সংগঠনের ভৌগলিক গতিশীলতা রয়েছে।

৫। **ভূমি উর্বরাশক্তির তারতম্যঃ** সকল ভূমি একই গুণ সম্পন্ন নয়। অর্থাৎ সকল ভূমির উর্বরতা শক্তি এক নয়। অর্থাৎ এক জায়গার জমিতে যে ফসল উৎপন্ন হয় অন্য জায়গায় জমিতে তা নাও উৎপাদিত হতে পারে। অর্থাৎ কোনো জমি উর্বরতার দিক থেকে অন্যটির চেয়ে উন্নত হতে পারে।

৬। **ভূমিতে হ্রাসমান উৎপাদন বিধি কার্যকরঃ** কোনো জমিতে উৎপাদনের লক্ষ্যে বেশি পরিমাণ শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করলেও উৎপাদন এক সময় কমে যায়। এটাই হচ্ছে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি।

সারসংক্ষেপ

- ভূমি হল উৎপাদনের প্রথম ও মৌলিক উপাদান।
- উৎপাদন কার্যে সহায়ক প্রাকৃতিক সকল সম্পদকে অর্থনীতিতে ভূমি বলা হয়।
- ভূমির বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে– ১। ভূমি প্রকৃতির দান, ২। ভূমির যোগান স্থির, ৩। ভূমি স্থায়ী উপাদান, ৪। ভূমির গতিশীলতা নেই, ৫। ভূমির উর্বরাশক্তির তারতম্য, ৬। ভূমিতে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি কার্যকর।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.১

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। ভূমির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে–

i. ভূমির যোগান স্থির
ii. ভূমি স্থানান্তর করা যায়
iii. ভূমিতে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি কার্যকর

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ ১২.২ খাজনাঃ সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য
Rent: Definition and Features

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- খাজনা ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- খাজনার বৈশিষ্ট্যসমূহ বলতে পারবেন;
- খাজনা কেন দেয়া হয় তা বলতে পারবেন;
- মোট খাজনা ও নিট খাজনার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারবেন।

মূলপাঠ

খাজনার ধারণা (Concept of Rent)

সাধারণ অর্থে খাজনা বলতে জমি, বাড়ি, দোকান ইত্যাদি ব্যবহার করার জন্য উহার মালিককে যে অর্থ প্রদান করা হয় তাকে বুঝায়। কিন্তু অর্থনীতিতে খাজনা শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থনীতিতে খাজনা বলতে সাধারণতঃ "বিশুদ্ধ খাজনা" বা "অর্থনৈতিক খাজনা" বুঝায়।

অর্থনীতিতে ভূমি বা অস্থিতিস্থাপক যোগান বিশিষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের জন্য তার মালিককে যে অর্থ প্রদান করা হয় তাকে খাজনা বলে।

অধ্যাপক আলফ্রেড মার্শাল (Alfred Marshall) এর মতে, " ভূমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানা থেকে যে আয় হয় তাকে খাজনা বলে।" (The income derived from the ownership of land and other free gifts of nature is called rent – Marshall.)

অর্থনীতিবিদ **ডেভিড রিকার্ডো (David Ricardo)** এর মতে, " ভূমির আদি ও অবিনশ্বর শক্তি ব্যবহারের জন্য ভূমি থেকে উৎপাদনের যে অংশ ভূমির মালিককে দেয়া হয় তাকে খাজনা বলে।" (Rent is that portion of the produce of the earth which is paid to the landlord for the original and indestructible power of the soil.)

ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণ খাজনা বলতে কেবলমাত্র ভূমি বা জমি হতে যে উদ্বৃত্ত আয় পাওয়া যায় তাকে বুঝায়। তাঁদের মতে খাজনা মূলত ভূমি ব্যবহারের সাথেই সংশ্লিষ্ট। ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন, ভূমি, বন, খনি প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের জন্য উহার মালিককে যে অর্থ প্রদান করা হয় তাই হলো খাজনা।

কিন্তু **আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ** এ সম্পর্কে ভিন্নমত প্রকাশ করেন। তাঁদের মতে খাজনা শুধুমাত্র ভূমির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়, ভূমি ছাড়া উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য।

অর্থনীতিবিদ **জোয়ান রবিনসন (Joan Robinson)** এর মতে, "কোন উপাদানকে যে ন্যূনতম দামে বা পারিশ্রমিকে কাজে নিযুক্ত করানো যায় তা অপেক্ষা বেশি পরিমাণ যে পারিশ্রমিক পায় তাই হলো খাজনা।"

জর্জ স্টিগলার (George Stigler) এর মতে, "উপাদানের সুযোগ ব্যয়ের অতিরিক্ত আয়কে খাজনা বলা হয়।"

ডি. সালভাটর (D. Salvatore) বলেন, "খাজনা হলো একটি দীর্ঘমেয়াদী ধারণা। এটি হচ্ছে একটি পরিপূর্ণ আয় যা সম্পূর্ণভাবে স্থির উপকরণ থেকে সৃষ্ট।"

সুতরাং আধুনিক অর্থনীতিবিদগণের মতে, খাজনা হলো উদ্বৃত্ত আয়। চাহিদা অপেক্ষা যোগান কম হলে কোন উপাদান তার স্বাভাবিক পারিশ্রমিক অপেক্ষা অতিরিক্ত আয় করতে সক্ষম। এই অতিরিক্ত আয় বা উদ্বৃত্তকেই খাজনা বলে। তাঁদের মতে,

যোগানের অস্থিতিস্থাপকতার কারণে ভূমি বা অন্য কোন স্থির উপকরণের মালিক তার স্বাভাবিক আয়ের তুলনায় যে অতিরিক্ত আয় করে তাকেই অর্থনীতিতে খাজনা বলে। এটিই হলো খাজনা তত্ত্বের আধুনিক ব্যাখ্যা।

খাজনার বৈশিষ্ট্য (Features of Rent)

উৎপাদনের চারটি উপাদান যথা- ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠনের মধ্যে ভূমি হলো সবচেয়ে মৌলিক এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদান। ভূমি উৎপাদন কার্যে ব্যবহার নিমিত্তে যে পারিতোষক প্রদান করা হয় তাকে খাজনা বলে। খাজনার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নে দেয়া হলোঃ

(১) সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক যোগানের বৈশিষ্টের জন্য ভূমি থেকে খাজনার উৎপত্তি হয়।

(২) ভূমিসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের যোগান সব সময়ই স্থির ও নির্দিষ্ট থাকে বলে স্বল্প ও দীর্ঘকালীন উভয় সময়েই খাজনার উদ্ভব ঘটে।

(৩) অধ্যাপক মার্শালের মতে, "ভূমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানা থেকে প্রাপ্ত আয় হলো খাজনা।"

(৪) ডেভিড রিকার্ডো মতে, "উৎপাদন ব্যয়ের উপর অর্জিত উদ্বৃত্ত হলো খাজনা।"

(৫) আধুনিক অর্থনীতিবিদগণের মতে, "খাজনা কেবল ভূমির আয় নয়, অস্থিতিস্থাপক যোগানের যে কোন উপাদান থেকে খাজনার উদ্ভব হতে পারে।"

(৬) সরকার কোন কারণে খাজনা বাজেয়াপ্ত করলেও ভূমির যোগান অপরিবর্তিত থাকে।

(৭) রিকার্ডোর মতে, খাজনা বাজার দাম দ্বারা নির্ধারিত হয়, বাজার দামকে নির্ধারিত করে না।

(৮) খাজনা হলো উদ্বৃত্ত আয়। একটি উপকরণের সুযোগ ব্যয় ও প্রকৃত আয়ের ব্যবধানের ফলে এর সৃষ্টি হয়।

খাজনা কেন দেয়া হয়? (Why Rent is Paid?)

খাজনার উৎপত্তি বা উদ্ভবের কারণ সম্পর্কে অর্থনীতিবিদগণের মধ্যে কিছুটা মত পার্থক্য রয়েছে। যেমন- ফরাসি ভূমিবাদী অর্থনীতিবিদগণের মতে, "প্রাকৃতিক বদান্যতার কারণে খাজনার উদ্ভব হয়"। অন্যদিকে ডেভিড রিকার্ডোর মতে, "ভূমির উর্বরতার পার্থক্যের কারণে খাজনার উদ্ভব হয়"। আবার আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ খাজনা সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ ব্যাখ্যা করেন। নিম্নে খাজনার উৎপত্তি বা উদ্ভবের কারণগুলো ব্যাখ্যা করা হলোঃ

১) ভূমি যোগানের অস্থিতিস্থাপকতা / সীমাবদ্ধতা

জমির যোগান সম্পূর্ণরূপে সীমাবদ্ধ বা অস্থিতিস্থাপক। আর জমির যোগানের অস্থিতিস্থাপকতার জন্য খাজনার উদ্ভব হয়। সার্বিকভাবে জমির যোগান সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জমির চাহিদা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পায়। ফলশ্রুতিতে দিন দিন জমির খাজনা বাড়ে। নিম্নে রেখা চিত্রের মাধ্যমে জমির খাজনা উদ্ভবের কারণ ব্যাখ্যা করা হলো-

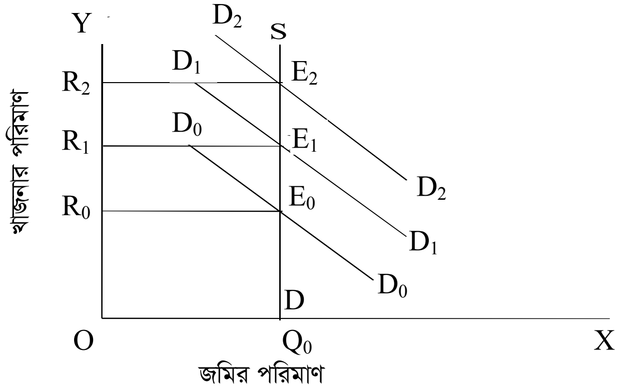

চিত্রঃ ১২.২.১ জমির খাজনা নির্ধারণ

চিত্র ১২.২.১ এ ভূমি অক্ষে জমির পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে খাজনার পরিমাণ নির্দেশ করা হয়েছে। *SS* জমির অস্থিতিস্থাপক যোগান রেখা এবং D_0D_0, D_1D_1 এবং D_2D_2 হলো জমির চাহিদা রেখা। প্রাথমিক অবস্থায় জমির যোগান ও চাহিদা রেখা হলো যথাক্রমে SS এবং D_0D_0। এমতাবস্থায় জমির যোগান ও চাহিদা রেখার ভারসাম্য দ্বারা জমির খাজনা (R) নির্ধারিত হয়। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে যদি জমির চাহিদা বৃদ্ধি পায় তাহলে চাহিদা রেখা D_1D_1 এবং D_2D_2 অবস্থানে স্থানান্তরিত হয় এবং খাজনা বেড়ে দাঁড়ায় R_1 ও R_2। সুতরাং দেখা যায়, জমির যোগান স্থির থেকে জমির চাহিদা বৃদ্ধির ফলে খাজনার উৎপত্তি হয়।

২) জমির উরর্বতার পার্থক্য

রিকার্ডোর মতে, জমির উর্বরতার পার্থক্যের কারণে খাজনার উদ্ভব হয়। সব জমির উর্বরতা এক রকম নয়। কোন জমি বেশী উর্বর আবার কোন জমি কম উর্বর। নিকৃষ্ট বা কম উর্বর জমি অপেক্ষা বেশি উর্বর জমি উৎপাদন ব্যয়ের চেয়ে বেশী আয় করে। উর্বরতার পার্থক্যের জন্য সৃষ্ট এই আয়কে খাজনা হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

৩) ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি

ভূমিতে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি কার্যকরী হয়। অর্থাৎ একই জমিতে ক্রমাগত অধিক শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হলে উৎপাদনের পরিমাণ প্রথমে বাড়লেও পরে তা ক্রমশ কমতে থাকে। এমতাবস্থায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে নতুন নতুন জমি চাষাবাদের আওতাধীনে আসে। ফলে জমির অতিরিক্ত চাহিদা দেখা দেয় এবং খাজনা দিতে হয়। সুতরাং জমিতে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির কারণে খাজনার উদ্ভব হয়।

৪) জমির অবস্থানগত পার্থক্য

জমির অবস্থানগত পার্থক্যের কারণেও জমি ব্যবহারকারীকে খাজনা দিতে হয়। সাধারণত: দূরবর্তী জমি অপেক্ষা শহর বা বাজারের কাছাকাছি জমিগুলোতে তত্ত্বাবধান ও শস্য পরিবহন খরচ কম বলে এসব জমি দূরের জমি থেকে বেশী উদ্বৃত্ত আয় করে যা খাজনা হিসাবে বিবেচিত হয়।

৫) জমির বিকল্প ব্যবহার

জমি বিকল্প ব্যবহারযোগ্য। যদি কোন জমি একাধিক কাজে ব্যবহার করা যায় তখন জমির সুযোগ ব্যয়ের দরুন খাজনার উদ্ভব হয়। যেমন- এক খন্ড জমিতে শুধুমাত্র ধান চাষ করে কোন উদ্বৃত্ত আয় পাওয়া যায় না। কিন্তু সেই জমিতে যদি অতিরিক্ত পাট চাষ করা যায় তবে তা থেকে উদ্বৃত্ত আয় পাওয়া যায়। এই উদ্বৃত্ত আয় হলো খাজনা।

সুতরাং আমরা বলতে পারি, জমির যোগানের অস্থিতিস্থাপকতা, জমির উর্বরতা শক্তির পার্থক্য, জমির অবস্থানগত পার্থক্য, জমিতে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির কার্যকারিতা, এবং জমির বিকল্প ব্যবহারের কারণে সুযোগ ব্যয়ের সৃষ্টি প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে খাজনার উদ্ভব হয়।

মোট খাজনা ও নীট খাজনা বা অর্থনৈতিক খাজনা (Gross Rent and Net Rent or Economic Rent)

খাজনাকে সাধারণত: দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- (১) মোট খাজনা এবং (২) নীট বা অর্থনৈতিক খাজনা

(১) মোট খাজনা (Gross Rent)

একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোন নির্দিষ্ট জমি বা বাড়ি ব্যবহারের জন্য ব্যবহারকারী তার মালিককে চুক্তি অনুযায়ী যে পরিমাণ মোট অর্থ প্রদান করে তাকে মোট খাজনা বলে। এখানে চুক্তির ভিত্তিতে এই অর্থ প্রদান করা হয়ে থাকে বলে একে “চুক্তিবদ্ধ খাজনাও” বলা হয়। মোট খাজনার মধ্যে জমির বিশুদ্ধ খাজনা ছাড়াও জমির মালিকের মূলধন নিয়োগ বাবদ সুদ, প্রাপ্তিযোগ্য মজুরি, মালিক কর্তৃক সরকারকে প্রদেয় কর, ঝুকি গ্রহণের জন্য মুনাফা ইত্যাদি অর্ন্তভূক্ত থাকে।

অতএব মোট খাজনা = জমির বিশুদ্ধ খাজনা + মূলধন বিনিয়োগ বাবদ সুদ + প্রাপ্তিযোগ্য মজুরি + মালিক কর্তৃক সরকারকে প্রদেয় কর + ঝুঁকি গ্রহণের জন্য মুনাফা।

ধরা যাক, একটি বাড়ির মাসিক খাজনা হলো ৪০০০ টাকা। এর মধ্যে ভূমি ব্যবহারের জন্য ১৫০০ টাকা, মূলধনের সুদ ১০০০ টাকা, বাড়ি দেখাশুনার জন্য ৮০০ টাকা এবং ঝুঁকি বহনের জন্য ৭০০ টাকা দেওয়া হলো। এসব অর্থের পরিমাণ হলো (১৫০০+১০০০+৮০০+৭০০) = ৪০০০ টাকা। এই অর্থের পরিমাণই হলো খাজনা।

(২) নীট বা অর্থনৈতিক খাজনা (Net Rent)

অর্থনীতিতে শুধুমাত্র জমি ব্যবহারের জন্য জমির মালিককে যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয় তাকে নীট বা অর্থনৈতিক খাজনা বলে। একে 'বিশুদ্ধ বা অর্থনৈতিক খাজনাও বলা হয়। মোট খাজনা হতে মূলধনের সুদ, দেখাশুনার খরচ, ও ঝুঁকি বহনের মুনাফা বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাকে নীট বা অর্থনৈতিক খাজনা বলে।

সুতরাং নীট বা অর্থনৈতিক খাজনা = মোট খাজনা - (মূলধন বিনিয়োগবাবদ সুদ + প্রাপ্তিযোগ্য মজুরি + মালিক কর্তৃক সরকারকে প্রদত্ত কর + ঝুঁকি গ্রহণের জন্য মুনাফা)

মনে করি, কোন বাড়ির মোট খাজনা ৪৫০০ টাকা। এক্ষেত্রে জমি ব্যবহারের জন্য প্রদেয় অর্থের পরিমাণ ২৫০০ টাকা, মূলধন বিনিয়োগ বাবদ সুদ ১০০০ টাকা, প্রাপ্তিযোগ্য মজুরী ৬০০ টাকা, মালিক কর্তৃক সরকারকে প্রদত্ত কর ৩০০ টাকা এবং ঝুঁকি গ্রহণের জন্য মুনাফা ১০০ টাকা।

এক্ষেত্রে নীট খাজনা = ৪৫০০ - (১০০০+৬০০+৩০০+১০০) টাকা
= (৪৫০০ - ২০০০) টাকা
= ২৫০০ টাকা
= জমি ব্যবহারের জন্য প্রদেয় অর্থের পরিমাণ।

মোট খাজনা ও নীট বা অর্থনৈতিক খাজনার মধ্যে পার্থক্য (Difference between Gross Rent and Net Rent or Economic Rent)

মোট খাজনা ও নীট বা অর্থনৈতিক খাজনার মধ্যে প্রধান পার্থক্যগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

১) **সংজ্ঞাগত পার্থক্য:** কোন জমি বা বাড়ি একটি নির্দিষ্ট সময়ে ব্যবহারের বিনিময়ে ব্যবহারকারী তার মালিককে যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করে তাকে মোট খাজনা বলে। একে চুক্তিবদ্ধ খাজনাও বলা হয়। মোট খাজনার মধ্যে ভূমি ব্যবহারের জন্য প্রদেয় অর্থ ছাড়াও মূলধনের সুদ, দেখাশুনার খরচ, সরকারকে প্রদত্ত কর এবং ঝুঁকি গ্রহণের জন্য মুনাফা অর্ন্তভূক্ত থাকে।
অপরদিকে, শুধুমাত্র ভূমি ব্যবহারের জন্য ভূমির মালিককে যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয় তাকে 'নীট খাজনা বা অর্থনৈতিক খাজনা' বলে।

২) **পরিধিগত পার্থক্য:** মোট খাজনার পরিধি নীট খাজনার পরিধি অপেক্ষা অনেক বেশী বিস্তৃত। কারণ নীট খাজনা মোট খাজনার একটি উপাদান মাত্র।

৩) **উপাদানগত পার্থক্য:** মোট খাজনার মধ্যে অনেকগুলো উপাদান অন্তর্ভুক্ত থাকে। যেমন- ভূমি ব্যবহারের জন্য প্রদত্ত অর্থ, মূলধন ব্যবহারের জন্য প্রদত্ত অর্থ, প্রাপ্তিযোগ্য মজুরী, ও ঝুঁকি গ্রহণের জন্য মুনাফা ইত্যাদি। কিন্তু নীট খাজনার মধ্যে শুধুমাত্র ভূমি ব্যবহারের জন্য প্রদেয় অর্থ অন্তর্ভুক্ত থাকে।

৪) **চুক্তিভিত্তিক খাজনা ও অর্থনৈতিক খাজনা:** মোট খাজনার বেলায় সাধারণত: জমি ব্যবহারকারী ও জমির মালিকের মধ্যে পূর্বচুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। এজন্য মোট খাজনাকে চুক্তিবদ্ধ খাজনাও বলা হয়। পক্ষান্তরে নীট খাজনাকেই অর্থনৈতিক খাজনা বলা হয়।

৫) **সূত্রগত পার্থক্য:** মোট খাজনা = নীট খাজনা + মূলধন বিনিয়োগ বাবদ সুদ + প্রাপ্তিযোগ্য মজুরী + ঝুঁকি গ্রহণের জন্য মুনাফা ।

অন্যদিকে, নীট খাজনা = মোট খাজনা - (মূলধন বিনিয়োগ বাবদ সুদ + প্রাপ্তিযোগ্য মজুরী + ঝুঁকি গ্রহণের জন্য মুনাফা)।

৬) **অংশগত পার্থক্য:** মোট খাজনা হলো খাজনা হিসাবে প্রাপ্ত সর্বমোট অর্থ। অন্যদিকে নীট খাজনা হলো মোট খাজনার একটি অংশ মাত্র। সুতরাং নীট খাজনা মোট খাজনা অপেক্ষা সর্বদা ছোট হবে।
সুতরাং মোট খাজনা > নীট খাজনা

৭) **পরিমাণগত পার্থক্য:** মোট খাজনার হিসাব নিকাশ অনেক সহজ। কারণ মোট খাজনা পরিমাপের সময় ভূমিসহ অন্যান্য উপাদানের জন্য প্রদেয় অর্থ যোগ করতে হয়। পক্ষান্তরে, নীট খাজনা হিসাব নিকাশ করা বেশ জটিল ও কঠিন। কারণ নীট খাজনা পরিমাপের সময় মোট খাজনা থেকে ভূমি ছাড়া অন্যান্য উপাদানের জন্য প্রদেয় অর্থ বাদ দিতে হয়।

৮) **উদাহরণগত পার্থক্য:** মনে করি, কোন ভাড়াটিয়া বাড়ি ভাড়া বাবদ মাসিক ৪০০০ টাকা বাড়িওয়ালাকে প্রদান করে। এটা হলো মোট খাজনা। এই ৪০০০ টাকার মধ্যে ১০০০ টাকা হলো মূলধন বিনিয়োগ বাবদ সুদ, ৫০০ টাকা হলো মজুরী, ৭০০ টাকা, ৫০০ টাকা হলো সরকারকে প্রদত্ত কর, এবং ঝুঁকি বাবদ মুনাফা ৩০০ টাকা।

সুতরাং নীট খাজনা হলো = ৪০০০ - (১০০০ + ৫০০ + ৫০০ +৭০০+৩০০)
= (৪০০০ - ৩০০০)
= ১০০০ টাকা।
= ভূমি ব্যবহারের জন্য প্রদেয় অর্থের পরিমাণ।

অতএব মোট খাজনা যেখানে ৪০০০ টাকা, নীট খাজনার পরিমাণ হলো ১০০০ টাকা।

শিক্ষার্থীর কাজ

১) মোট খাজনা ও নীট খাজনার মধ্যে প্রধান প্রধান পার্থক্য উল্লেখ করুন।
২) এক খন্ড জমি ব্যবহারের জন্য তার মালিককে বার্ষিক ২০০০ টাকা দেয় হলো। এক্ষেত্রে কেবল জমির জন্য ৫০০ টাকা, শ্রমিকের মজুরি ৩০০ টাকা, বিনিয়োগকৃত মূলধনের সুদ ২৫০ টাকা, ঝুঁকি বহনের জন্য মুনাফা ২৫০ টাকা এবং সরকারি কর বাবদ ১৫০ টাকা হলে নীট খাজনা কত হবে?
৩) মোট খাজনা থেকে নীট খাজনা বের করার একটি গাণিতিক উদাহরণ দিন।

সারসংক্ষেপ:

- অর্থনৈতিক খাজনা বলতে উৎপাদনের সেই সব স্থির উপকরণ (যেমন-জমি) ব্যবহারের জন্য প্রদত্ত অর্থকে বুঝানো হয়। এই সব উপকরণের যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক হয়।
- অর্থনৈতিক খাজনার ভিত্তি হলো উদ্বৃত্ত। যোগানের সীমাবদ্ধতার কারণে জমি বা অনুরূপ কোন স্থির উপকরণের মালিক যে উদ্বৃত্ত আয় পায়, তা হলো খাজনা।
- উৎপাদন ক্ষেত্রে নিযুক্ত উপাদানের সুযোগ ব্যয় অপেক্ষা বাড়তি উপার্জিত আয়কে খাজনা বলে।
- চাহিদার তুলনায় উপাদান যোগানের স্বল্পতার কারণে খাজনা দিতে হয়। উপাদানের পার্থক্যজনিত কারণেও খাজনা দিতে হয়। যেমন- জমির উর্বরতার মধ্যে পার্থক্য থাকে বলে এবং জমির অবস্থানগত ভিন্নতার কারণে খাজনা দিতে হয়। অধিকন্তু জমিতে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি কার্যকর হয় বলে খাজনা দিতে হয়।
- নির্দিষ্ট জমি বা অনুরূপ কোন উপাদান বাবদ প্রাপ্ত মোট খাজনা থেকে মালিক কর্তৃক প্রাপ্য সুদ, মজুরি, ও প্রদত্ত কর ইত্যাদি বাবদ অর্থ বাদ দিলে পাওয়া যায় নীট খাজনা। মোট খাজনার একটি অংশ হলো নীট খাজনা। নীট খাজনাকে বিশুদ্ধ বা প্রকৃত খাজনা বলে।

- মোট খাজনার অংশগুলো নীট খাজনা, মালিকের মূলধন নিয়োগ বাবদ সুদ, মালিকের পরিশ্রম বাবদ মজুরি, মালিক কর্তৃক সরকারকে প্রদত্ত কর।
- খাজনাকে অনুপার্জিত আয় বলে। কারণ খাজনা পাওয়ার জন্য মালিকের কোন বাড়তি পরিশ্রম করতে হয় না।
- জমি ছাড়াও এমন কিছু উপকরণ বা সম্পদ (যন্ত্রপাতি) আছে, যাদের যোগান স্বল্পকালে সীমিত, তাদের জন্য খাজনার অনুরূপ প্রাপ্তি আসে। সেই প্রাপ্তি হলো নিম খাজনা। খাজনা সংক্রান্ত বিষয়টি স্বল্পকালে ও দীর্ঘকালে উভয় সময়ের জন্য প্রযোজ্য কিন্তু নিম খাজনার ধারণা দীর্ঘকালের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.২

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। খাজনার বহুল প্রচারিত তত্ত্বটির প্রবক্তা কে?

(ক) ডেভিড রিকার্ডো (খ) অধাপক মার্শাল
(গ) টমাস মালথাস (ঘ) পি. এ. স্যামুয়েলসন

২। খাজনা যে কারণে দেয়া হয়-

i. ভূমি যোগানের অস্থিতিস্থাপকতা
ii. ভূমির উর্বরতার পার্থক্য
iii. ভূমি যোগানের স্থিতিস্থাপকতা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। "ভূমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানা হতে প্রাপ্ত আয়কে খাজনা বলে" উক্তিটি কার?

(ক) ডেভিড রিকার্ডোর (খ) পি. এ. স্যামুয়েলসনের
(গ) আলফ্রেড মার্শালের (ঘ) টমাস মালথাসের

৪। এক খন্ড জমি ব্যবহারের জন্য মালিককে ১৫০০ টাকা দেয়া হলো। এর মধ্যে শ্রমের মজুরি বাবদ ২০০ টাকা, বিনিয়োগকৃত মূলধনের সুদ ২০০ টাকা, সরকারি কর এবং ঝুঁকি বহনের জন্য মুনাফা বাবদ ২৫০ টাকা ধরা হলে, নীট খাজনা হবে-

(ক) ২০০ টাকা (খ) ৮৫০ টাকা (গ) ১৫০ টাকা (ঘ) ৫০০ টাকা

৫। সার্বিকভাবে জমির মোট যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক। রেখাচিত্র অংকন করে ভূমি অক্ষে জমির পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে খাজনার পরিমাণ দেখানো হলে সেক্ষেত্রে জমির যোগান রেখার আকৃতি কেমন হবে?

(ক) বাম দিক থেকে ডান দিকে নিম্নগামী (খ) বাম দিক থেকে ডান দিকে উর্ধ্বগামী
(গ) ভূমি অক্ষের সমান্তরাল (ঘ) লম্ব অক্ষের সমান্তরাল

পাঠ ১২.৩ খাজনা নির্ধারণ
Determination of Rent

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- রিকার্ডোর মতে খাজনা উৎপত্তির মূল কারণসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- খাজনা নির্ধারণের আধুনিক তত্ত্ব রেখাচিত্র অংকন করে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূলপাঠ

খাজনা নির্ধারণ (Determination of Rent)

খাজনা নির্ধারণ সম্পর্কে প্রধান দুটি মতবাদ আছে। এগুলো হলো-

(১) রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্ব এবং

(২) আধুনিক খাজনা তত্ত্ব।

(১) রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বের মূল কথা (Recardian Theory of Rent)

ইংল্যান্ডের প্রখ্যাত ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ ডেভিড রিকার্ডো ১৮১৭ সালে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *'The Principles of Political Economy and Taxation'* এ জমির খাজনা সম্পর্কে যে মতবাদ প্রদান করেন তাই "রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্ব" (*Richardian Theory of Rent)* নামে পরিচিত। এই তত্ত্বে খাজনা কি, কিভাবে এর উৎপত্তি এবং কিভাবে এর পরিমাণ নির্ধারিত হয় সে সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করেন।

রিকার্ডোর মতে, খাজনা হলো জমির উৎপাদনের সেই অংশ যা জমির আদি ও অবিনশ্বর শক্তি ব্যবহারের জন্য জমির মালিককে দেয়া হয়। *("Rent is that portion of the produce of the earth which is paid to the Landlord for the use of the original and indestructible powers of the soil"- David Richardo)*

রিকার্ডো জমির আদি ও অবিনশ্বর শক্তি বলতে জমির মৌলিক ও ধ্বংসশীল নয় এমন উর্বর শক্তিকে বুঝান। রিকার্ডো মনে করেন চাহিদার তুলনায় জমির যোগানের স্বল্পতার কারণেই খাজনার উদ্ভব হয়। ভূমিবাদি অর্থনীতিবিদগণ মনে করতেন প্রকৃতির দয়ার কারণেই খাজনা পাওয়া যায়। কিন্তু রিকার্ডোর মতে, প্রকৃতির কৃপণতার জন্যই খাজনার উদ্ভব হয়। প্রকৃতি যদি কৃপণ না হতো অর্থাৎ অফুরন্ত উর্বর জমি পাওয়া যেত তবে খাজনার উৎপত্তি হত না। জমির পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কম হওয়ার কারণেই খাজনার উদ্ভব হয়।

রিকার্ডোর মতে, সব জমির উর্বরতা শক্তি সমান নয়। উর্বরতার দিক দিয়ে কোন জমি উৎকৃষ্ট এবং কোন জমি নিকৃষ্ট। এই উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট জমির উৎপন্ন ফসলের পার্থক্যের উপরই খাজনার পরিমাণ নির্ভর করে। উৎপাদনকারী যে জমি চাষাবাদ করে কেবলমাত্র উৎপাদন খরচ উঠাতে পারে তাকে 'প্রান্তিক জমি' বা 'খাজনাবিহীন জমি' বলা হয়। আর প্রান্তিক জমির তুলনায় উৎকৃষ্ট জমি চাষাবাদ করলে যে অতিরিক্ত ফসল উৎপন্ন হয় তার মূল্যকেই খাজনা বলা হয়। সুতরাং বিভিন্ন প্রকার জমির উর্বরতা শক্তির পার্থক্যের কারণেই খাজনার উদ্ভব হয়। এজন্য রিকার্ডো খাজনাকে 'উৎপাদকের উদ্বৃত্ত' *(Producer's Surplus)* নামে অভিহিত করা হয়।

রিকার্ডোর মূল বক্তব্য অনুসারে দুটি কারণে খাজনার উদ্ভব হয়।

১) যদি সব জমি সমজাতীয় হয় অর্থাৎ গুণাগুণের দিক দিয়ে একই রকম হয় তবে চাহিদার তুলনায় জমির স্বল্পতার কারণে খাজনার উদ্ভব হয়। একে স্বল্পতার খাজনা *(Scarcity rent)* বলা হয়।

২) যদি জমি গুণাগুণের দিক দিয়ে বিভিন্ন রকম হয় তবে উর্বরতা ও অবস্থানগত দিক থেকে নিকৃষ্ট জমির তুলনায় উৎকৃষ্ট জমির জন্য যে খাজনা পাওয়া যায় তাকে তারতম্যমূলক খাজনা *(Differential rent)* বলে।

রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বটি কতকগুলি অনুমিত শর্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। শর্তগুলি নিম্নরূপ ঃ

(১) সমগ্র সমাজের প্রেক্ষিতে জমির যোগান প্রকৃতিগত কারণে সীমাবদ্ধ।
(২) জমি প্রকৃতি প্রদত্ত বলে এর কোন যোগান দাম নেই।
(৩) জমির ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কার্যকরী হয়।
(৪) জমির উৎপাদন ক্ষমতা বা উর্বরতা শক্তির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।
(৫) জমির মৌলিক ও অবিনশ্বর ক্ষমতা রয়েছে।
(৬) সমাজে পূর্ণ প্রতিযোগিতা বিদ্যমান।

উদাহরণসহ রিকর্ডো খাজনা তত্ত্বের ব্যাখ্যা

ধরা যাক, কোন একটি নতুন দেশে কিছু সংখ্যক লোক এসে বসবাস শুরু করলো। প্রথমে তারা বিবেচক মানুষ হিসাবে সর্বোকৃষ্ট বা প্রথম শ্রেণীর জমি চাষাবাদ করবে। কিন্তু কালক্রমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন প্রথম শ্রেণীর জমি শেষ হয়ে যাবে তখন অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট বা দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি চাষাবাদ করবে। প্রথম শ্রেণীর জমির তুলনায় দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে উৎপাদন কম হবে। ফলশ্রুতিতে প্রথম বা উৎকৃষ্ট জমি থেকে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট জমির উৎপাদনের পার্থক্যের কারণে খাজনার উৎপত্তি হয়।

ধরা যাক, প্রথম শ্রেণীর ১ বিঘা উৎকৃষ্ট জমিতে চাষাবাদ করে ২০ মণ ধান এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ১ বিঘা মধ্যম জমিতে চাষাবাদ করে ১৫ মণ ধান উৎপন্ন হয়। জনসংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেলে তৃতীয় শ্রেণীর নিকৃষ্ট জমি চাষাবাদ শুরু করবে। ধরা যাক, তৃতীয় শ্রেণীর ১ বিঘা জমিতে চাষাবাদ করে ১০ মণ ধান উৎপন্ন হয়। আরো ধরা যাক, সব শ্রেণীর জমির বিঘা প্রতি উৎপাদন ব্যয় ৪০০০ টাকা এবং বাজারে প্রতিমণ ধানের বিক্রয় মূল্য ৪০০ টাকা।
নিম্নে তালিকার সাহায্যে উৎপাদন ও ব্যয়ের বিষয়টি দেখানো হলো:

জমির শ্রেনি	জমির পরিমাণ (বিঘা)	মোট উৎপাদন (মণ)	দাম (প্রতি মণ)	মোট আয় (টাকা)	মোট ব্যয় (টাকা)	খাজনা
১ম	১	২০	৪০০	৮০০০	৪০০০	৪০০০
২য়	১	১৫	৪০০	৬০০০	৪০০০	২০০০
৩য়	১	১০	৪০০	৪০০০	৪০০০	০

উপরের ছক থেকে দেখা যায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর জমি থেকে খাজনা পাওয়া যায় যথাক্রমে (৮০০০ - ৪০০০) = ৪০০০ টাকা, (৬০০০ - ৪০০০) = ২০০০ টাকা, এবং (৪০০০ - ৪০০০) = ০ টাকা। এক্ষেত্রে শুধু প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি থেকে উদ্বৃত্ত আয় পাওয়া যায়। জমির উর্বরতা শক্তির পার্থক্যের কারণেই মূলত: এরূপ উদ্বৃত্ত আয় বা খাজনার উদ্ভব হয়। তৃতীয় শ্রেণীর জমির আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ সমান। তাই এরূপ জমি থেকে কোন উদ্বৃত্ত আয় পাওয়া যায় না। ফলে জমি ব্যবহার বাবদ কোন খাজনা দিতে হয় না। এজন্য তৃতীয় শ্রেণীর এই জমিকে 'প্রান্তিক জমি' বা 'খাজনা বিহীন' জমিও বলা হয়।

রেখা চিত্রের মাধ্যমে রিকার্ডো খাজনা তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করা যায়।

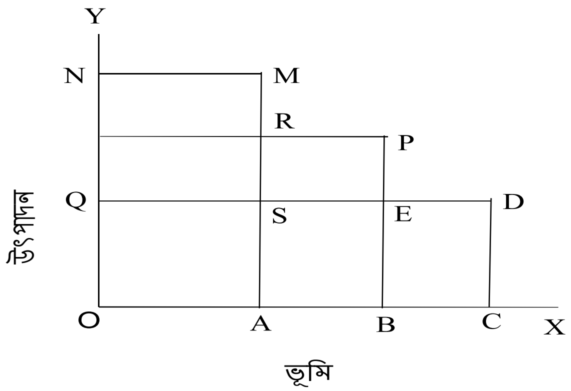

চিত্র ১২.৩.১: জমির খাজনা নির্ধারণ

চিত্র ১২.৩.১ এ X অক্ষে ভূমি এবং Y অক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ নির্দেশ করা হয়েছে। চিত্রে OA, AB এবং BC এই তিন জমিকে যথাক্রমে ১ম শ্রেণি, ২য় শ্রেণি এবং ৩য় শ্রেণির জমি হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। সকল শ্রেণির জমিতে সমপরিমাণ শ্রম ও মূলধন নিয়োজিত করে ১ম শ্রেণির (OA) জমি হতে OAMN পরিমাণ উৎপাদন পাওয়া যায়। আবার দ্বিতীয় শ্রেনির (BC) জমি থেকে ABPR এবং তৃতীয় শ্রেণির (BC) জমি থেকে BCRE পরিমাণ উৎপাদন পাওয়া যায়। এই তিন খন্ড জমিরই উৎপাদন ব্যয় সমান এবং এটা তৃতীয় শ্রেণির (BC) জমির উৎপাদন ব্যয়ের (BCRE) সমান।

এমতাবস্থায় ১ম শ্রেণির (OA) জমির উদ্বৃত্ত (OAMN – OASQ) = MNQS এবং ২য় শ্রেণির উদ্বৃত্ত (ABPR – ABES) = PRSE হলো যথাক্রমে ১ম ও ২য় শ্রেণির খাজনা। তৃতীয় শ্রেণির জমির উদ্বৃত্ত হলো (BCRE - BCRE)=0 অর্থাৎ তৃতীয় শ্রেণির (BC) জমি থেকে কোন উদ্বৃত্ত আয় পাওয়া যায় না। ফলশ্রুতিতে তৃতীয় শ্রেণির জমির জন্য কোন খাজনা দিতে হয় না। একে 'প্রান্তিক জমি' (Marginal land) বা খাজনা বিহীন জমি (No-rent land) বলা হয়।

রিকার্ডীয় খাজনা তৃত্তের সমালোচনা / সীমাবদ্ধতা (Criticisms or limitations of Ricardian Theory of Rent)

রিকার্ডোর খাজনা তৃত্তটি কতকগুলি অনুমিত শর্তের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তত্ত্বটির সমালোচনা করেছেন। নিম্নে রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বের সীমাবদ্ধতাগুলো আলোচনা করা হলো:

১) **জমির আদি ও অবিনশ্বর ক্ষমতা :** রিকার্ডোর মতে, জমির আদি ও অবিনশ্বর শক্তি রয়েছে এবং এই আদি ও অবিনশ্বর শক্তি ব্যবহারের জন্য জমির খাজনা দেয়া হয়। আধুনিক অর্থনীতিবিদরা মনে করেন, জমির আদি ও অবিনশ্বর শক্তি বলে কিছু নেই। জমির উর্বরতা শক্তি ক্ষয় হতে পারে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের মাধ্যমে জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করা সম্ভব। মূলত: ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির কার্যকারীতার কারণে ক্রমাগত চাষাবাদের কারণে জমির উর্বরতা শক্তিহ্রাস পায়। সুতরাং জমির আদি ও অবিনশ্বর শক্তির জন্য খাজনা দেয়া হয় এটা সঠিক নয়।

২) **চাষাবাদ পদ্ধতির ধারণা :** রিকার্ডোর মতে, প্রথমে উৎকৃষ্ট জমি এবং পরে নিকৃষ্ট জমি চাষাবাদ করা হয়। আধুনিক অর্থনীতিবিদগণের মতে, মানুষ প্রথমে সর্বোৎকৃষ্ট জমি চাষাবাদ করে তার কোন নজির পৃথিবীতে নেই। তাছাড়া চাষাবাদের জন্য জমির উর্বরতার সাথে তার অবস্থানও গুরুত্ব বহন করে।

৩) **খাজনা বিহীন জমির ধারণা :** রিকার্ডো যে খাজনা বিহীন জমির কথা বলেছেন তা বাস্তব জগতে দেখা যায় না। প্রকৃতপক্ষে, যে কোন জমি থেকেই কিছু না কিছু খাজনা পাওয়া যায়।

৪) **জমি ছাড়াও অন্যান্য উপকরণের খাজনার উদ্ভব :** রিকার্ডোর মতে, কেবলমাত্র জমি ব্যবহারের জন্য খাজনা দিতে হয়। কিন্তু আধুনিক অর্থনীতিবিদগণের মতে, যে কোন দুষ্প্রাপ্য উপকরণ থেকে উদ্বৃত্ত আয় তথা খাজনা পাওয়া সম্ভব।

৫) **খাজনা ও দাম :** রিকার্ডোর মতে, খাজনা দামের অংশ নয়। কারণ এটি উদ্বৃত্ত আয়। তবে অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করেন খাজনা দামের অংশ। কারণ অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় খাজনা বেশি হওয়ায় দামও বেশি হয়।

৬) **পৃথক তত্ত্বের প্রয়োজন নাই :** আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন খাজনা নির্ধারণের জন্য কোন আলাদা তত্ত্বের প্রয়োজন নাই। তাঁদের মতে, খাজনা হলো একটি উপাদানের দাম। অন্যান্য উপাদানের দাম যেমন চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয় তেমনি খাজনাও জমির চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হতে পারে। সুতরাং জমির খাজনা নির্ধারণের জন্য আলাদা তত্ত্বের প্রয়োজন নেই।

৭) **মূল্য তত্ত্বকে অবহেলা :** রিকার্ডো খাজনা তত্ত্বে পৃথক পৃথকভাবে চাহিদা ও যোগানের বিষয়টি বিবেচনা না করায় মূল্যতত্ত্বকে অবহেলা করা হয়েছে।

এসব ত্রুটির কারণে রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বটির ব্যবহারিক গুরুত্ব খুবই সীমিত কিন্তু বিভিন্ন সমালোচনা থাকা সত্ত্বেও রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বটির গুরুত্ব অপরিসীম।

খাজনা নির্ধারণ : আধুনিক খাজনা তত্ত্ব (Determination of Rent : Modern Theory of Rent)

আধুনিক অর্থনীতিবিদগণের মতে খাজনা হলো একটি উপাদানের দাম। অন্যান্য উপাদানের দাম যেমন চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয় তেমনি জমি ব্যবহারের দাম বা খাজনা জমির চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয়। স্বল্পকালে শুধু জমিই নয় বরং অনেক প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট উপকরণের যোগান ও কিছুটা অস্থিতিস্থাপক। কিন্তু দীর্ঘকালে অন্যান্য উপকরণের মত জমির যোগানও স্থিতিস্থাপক। স্বল্পকালে জমির যোগান বৃদ্ধি করা না গেলেও দীর্ঘকালে সার প্রয়োগ, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও পানি সেচ প্রভৃতির সাহায্যে জমির ব্যবহারিক যোগান কিছুটা হলেও বৃদ্ধি করা সম্ভব। অর্থাৎ দীর্ঘকালে জমির চাহিদা ও যোগান স্থিতিস্থাপক।

ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে জমির যোগান কিছুটা স্থিতিস্থাপক হলেও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে জমির যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক। খাজনার পরিমাণ বাড়িয়ে বা কমিয়ে জমির যোগানের পরিমাণ বাড়ানো বা কমানো সম্ভব হয় না। এমনকি খাজনার পরিমাণ শূণ্য হলেও জমির যোগান অপরিবর্তিত থাকে। এই দিক থেকে বিচার করলে জমির কোন যোগান দাম নেই। এমতাবস্থায় জমির খাজনা শুধু চাহিদার উপর নির্ভর করে। জমির চাহিদা আবার জমির উর্বরতা শক্তি তথা উৎপাদন ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে জমির চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। ফলে জমির খাজনাও বৃদ্ধি পায। আবার উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পেলে জমির চাহিদাও হ্রাস পায়। ফলে জমির খাজনাও হ্রাস পায়। এভাবে জমির চাহিদা ও যোগান দ্বারা খাজনা নির্ধারিত হয়। এজন্য খাজনার আধুনিক তত্ত্বকে ”চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব” বলা হয়।

নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে খাজনার আধুনিক তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করা হলো:

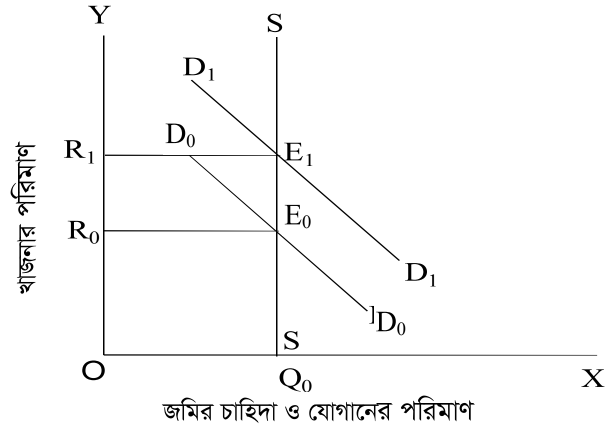

চিত্র ১২.৩.২: জমির খাজনা নির্ধারণ

চিত্র ১২.৩.২ এ ভূমি অক্ষে জমির চাহিদা ও যোগান এবং লম্ব অক্ষে খাজনার পরিমাণ নির্দেশ করা হয়েছে। DD হলো জমির চাহিদার পরিমাণ এবং SS হলো জমির যোগান রেখা। জমির যোগান অস্থিতিস্থাপক বলে SS যোগান রেখাটি সম্পূর্ণ উলম্ব $(Vertical)$ হয়েছে। চিত্রে দেখা যায়, D_0D_0 রেখা এবং SS রেখা পরস্পরকে E_0 বিন্দুতে ছেদ করায় এখানে প্রাথমিক খাজনা হয় R_0। কিন্তু জমির যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক হওয়ায় যোগান রেখার কোন স্থানান্তর হয়নি। নতুন

চাহিদা রেখা D_1D_1 জমির যোগান রেখা SS কে E_1 বিন্দুতে ছেদ করায় নতুন খাজনার পরিমাণ R_1 হয়। এক্ষেত্রে দেখা যায়, জমির যোগান স্থির অবস্থায় জমির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় জমির খাজনা বৃদ্ধি পেয়ে R_0 থেকে R_1 হয়। এভাবে জমির চাহিদা ও যোগান রেখার ভারসাম্য বিন্দুতে খাজনার পরিমাণ নির্ধারিত হয়।

উপরের চিত্রে দেখা যায়, জমির খাজনার মূল কারণ হলো চাহিদার তুলনায় জমির যোগানের স্বল্পতা। জমির যোগান অফুরন্ত হলে জমির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে জমির যোগানও বৃদ্ধি করা সম্ভব হতো। এমতাবস্থায় জমির কোন উদ্বৃত্ত আয় সৃষ্টি হতো না। ফলে জমিতে খাজনারও উদ্ভব হতো না। কিন্তু বাস্তব সমাজে জমির মোট যোগান চাহিদার তুলনায় স্বল্প বলে উদ্বৃত্ত আয় বা খাজনার উৎপত্তি হয়। জমির চাহিদা যত বেশী হবে খাজনাও তত বেশী হবে।

সারসংক্ষেপ

- রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্ব অনুসারে খাজনা হলো জমির উৎপন্নের সেই অংশ যা জমির মৌলিক ও অবিনশ্বর শক্তি ব্যবহারের জন্য জমির মালিককে প্রদান করতে হয়। চাহিদার তুলনায় জমির স্বল্পতার কারণে খাজনা দেখা দেয়। বিভিন্ন জমির মধ্যে উর্ববরতার পার্থক্যের কারণে নিকৃষ্ট জমি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জমিতে খাজনা দেখা দেয়। অবস্থানগত দিক থেকে নিকৃষ্ট জমির তুলনায় উৎকৃষ্ট জমিতে তারতম্যমূলক খাজনা দেখা দেয়। খাজনা হলো অনুপার্জিত আয়।
- আধুনিক খাজনা তত্ত্ব অনুসারে জমির খাজনা জমির চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৩

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। খাজনা তত্ত্বে প্রান্তিক জমির ধারণাটি কে অবতারনা করেন?

(ক) আলফ্রেড মার্শাল (খ) ডেভিড রিকার্ডো (গ) পি. এ. স্যামুয়েলসন (ঘ) ডি. স্যালভাটর

২। আধুনিক অর্থনীতিবিদদের মতে খাজনা নির্ধারিত হয়-

i. জমির চাহিদা দ্বারা
ii. জমির যোগান দ্বারা
iii. মূলধন দ্বারা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। রিকার্ডোর মতে, প্রান্তিক জমিতে খাজনার উদ্ভব-

i. হয়
ii. হয় না
iii. কম হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

৪। রিকার্ডোর মতে, যে সব কারণে খাজনার উৎপত্তি হয়-

i. ভূমির অস্থিতিস্থাপক যোগান
ii. ভূমির উর্বরতার পার্থক্য
iii. ভূমিতে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির কার্যকারিতা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ ১২.৪ নিম খাজনা
Quasi Rent

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- নিম খাজনার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- খাজনা ও নিম খাজনার মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত করতে পারবেন;
- খাজনার সাথে দামের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মূলপাঠ

নিম খাজনা বা উপ-খাজনা (Quasi Rent)
অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আলফ্রেড মার্শাল নিম খাজনা বা উপ-খাজনার প্রবর্তক। তাঁর মতে, "স্বল্পকালে মানুষের তৈরী ঘরবাড়ি, কলকারখানা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি উৎপাদনের উপকরণ অস্থিতিস্থাপক হওয়ায় এসবের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে সে গুলো স্বাভাবিক আয় অপেক্ষা যে অতিরিক্ত আয় করে তাকে নিম খাজনা বা উপ-খাজনা বলে।"

অধ্যাপক পি. এ. স্যামুয়েলসন এর মতে, "যে কোন উপকরণের যোগান যদি সাময়িকভাবে স্থির থাকে তা হলে তার খাজনাকে নিম খাজনা বলে।"

জমির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো জমির যোগান স্বল্প ও দীর্ঘকালে সম্পূর্ণরূপে অস্থিতিস্থাপক। জমির যোগানের এই অস্থিতিস্থাপকতার জন্য খাজনার উদ্ভব হয়। কিন্তু মানবসৃষ্ট ঘরবাড়ি, কলকারখানা, যন্ত্রপাতি স্বল্পকালে অস্থিতিস্থাপক হলেও দীর্ঘকালে এগুলোর যোগান স্থিতিস্থাপক। ফলে এগুলোর খাজনাকে নিম খাজনা বলা হয়। সুতরাং আমরা বলতে পারি, যে স্বল্পকালে মানব সৃষ্ট ঘরবাড়ি, কলকারখানা, যন্ত্রপাতি প্রভৃতির যোগান সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণে এ থেকে যে অতিরিক্ত আয় পাওয়া যায় তাকে নিম খাজনা বলে। সুতরাং নিম খাজনা একটি স্বল্পকালীন আয় এবং দীর্ঘকালে এর কোন অস্তিত্ব থাকে না।

অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ডি. স্যালভাটর (D. Salvatore) এর মতে, নিম খাজনা হলো মোট আয় হতে মোট পরিবর্তনীয় ব্যয়ের বিয়োগফল।

সুতরাং,
নিম খাজনা = মোট আয় - মোট পরিবর্তনীয় ব্যয়
বা, $QR = TR - TVC$
বা, $AQR = AR - AVC$,
বা, AQR = গড় স্থির ব্যয় (AFC) + অতিরিক্ত আয়

যেখানে AQR = গড় নিম খাজনা, TR= মোট আয়, AR = গড় আয়; AVC = গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়, TVC = মোট পরিবর্তনীয় আয়।

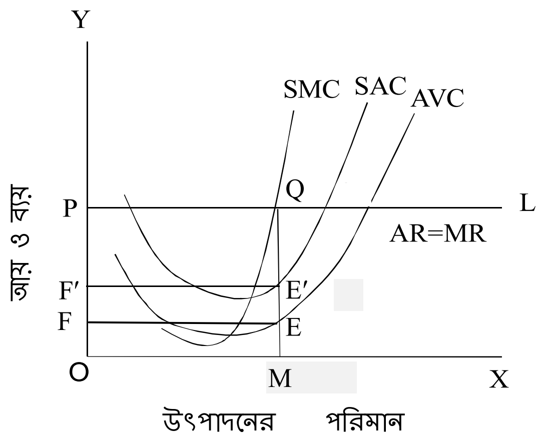

চিত্র ১২.৪.১: গড় ও প্রান্তিক আয়-ব্যয়ের প্রেক্ষিতে নিম খাজনা নির্ধারণ।

চিত্র ১২.৪.১ এ ভূমি অক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে আয় / ব্যয়ের পরিমাণ নির্দেশ করা হয়েছে। ধরা যাক, প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দ্রব্যটির দাম (OP)। বাজারটি প্রতিযোগিতামূলক হওয়ায় গড় আয় (AR) এবং প্রান্তিক আয় (MR) পরস্পর সমান যা (PL) রেখা দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে। ঐ দ্রব্যটির স্বল্পকালীন গড় ব্যয়, গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় এবং স্বল্পকালীন প্রান্তিক ব্যয় রেখাসমূহ যথাক্রমে SAC, AVC এবং SMC দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে।

স্বল্পকালে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের শর্তানুযায়ী Q বিন্দুতে ভারসাম্য অর্জিত হবে। কারণ Q বিন্দুতে $MR = SMC$ হয় এবং SMC রেখা MR রেখাকে নিচ দিক থেকে ছেদ করে উপরের দিকে উঠে। ফলে OP দামে OM পরিমান দ্রব্য উৎপাদিত হয়। এক্ষেত্রে মোট আয় হবে OMQP (OM×OP) এবং মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় হবে OMEF (OM×OF) আয়তক্ষেত্রদ্বয়ের সমান।

সুতরাং নিম খাজন হবে,
QR = TR – TVC
=OMQP – OMEF
=FEQP
=FEE′F′ + F′E′QP
=TEC + অতিরিক্ত আয় (নীট মুনাফা)
অতএব, গড় নিম খাজনা হবে, AQR = AFC+ অতিরিক্ত গড় আয় (গড় নীট মুনাফা)

শিক্ষার্থীর কাজ	
১। নিম খাজনা কি? নিম খাজনা ধারণাটি রেখা চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করুন।	
২। আপনার জানামতে একটি পরিবারের খাজনা ও নিম খাজনা প্রাপ্তির তালিকা তৈরী করুন।	

খাজনা ও নিম খাজনার মধ্যে পার্থক্য (Difference between Rent and Quasi Rent)

খাজনা ও নিম খাজনার প্রধান প্রধান পার্থক্যগুলো নিম্নে দেওয়া হলো:

পার্থক্যের বিষয়	খাজনা	নিম খাজনা
১. সংজ্ঞা	সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক বৈশিষ্ট্যের কারণে ভূমি বা অন্যান্য প্রকৃতি প্রদত্ত উপাদান থেকে যে অতিরিক্ত আয় হয় তাকে অর্থনীতিতে খাজনা বলে।	স্বল্পকালে চাহিদা বাড়ার কারণে মানব সৃষ্ট উপাদান, যেমন-ঘরবাড়ি, কলকারখানা ইত্যাদি হতে যে অতিরিক্ত আয় পাওয়া যায় তাকে নিম খাজনা বলে।

২. স্থিতিস্থাপকতা	ভূমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের যোগান অস্থিতিস্থাপক।	মানব সৃষ্ট যন্ত্রপাতির যোগান স্বল্পকালে অস্থিতিস্থাপক হলেও দীর্ঘকালে স্থিতিস্থাপক।
৩. সূত্র	খাজনা =TR-TC বা, খাজনা =AR-AC	নিম খাজনা, QR= TR-TVC বা, AQR = AR-AVC = AFC+ নীট মুনাফা
৪. পূর্ণাঙ্গ বা অপূর্ণাঙ্গ ধারণা	খাজনা একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা।	নিম খাজনা একটি অপূর্ণাঙ্গ ধারণা।
৫. উৎস	ভূমি এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদই খাজনার উৎস।	মনুষ্যসৃষ্ট যন্ত্রপাতি, ঘরবাড়ি, কলকারখানা ইত্যাদি হলো নিম খাজনার উৎস।
৬. সময়কাল	খাজনা ধারণাটি স্বল্পকাল ও দীর্ঘকাল উভয় সময়ের জন্য প্রযোজ্য।	নিম খাজনা শুধুমাত্র স্বল্পকালীন সময়ের জন্য প্রযোজ্য।
৭. যোগানের পরিবর্তন	রাষ্ট্র কোন কারণে খাজনা বাজেয়াপ্ত করলেও জমির যোগান অপরিবর্তিত থাকে।	কিন্তু নিম খাজনা বাজেয়াপ্ত করা হলে মানুষের তৈরী উপকরণের যোগান হ্রাস পায়।
৮. ধারণা তত্ত্ব	ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ রিকার্ডো খাজনা তত্ত্বের প্রবর্তক।	নিও ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ মার্শাল নিম খাজনার প্রবর্তক।
৯. পণ্য মূল্য নির্ধারণ	খাজনা যেহেতু খরচের উদ্বৃত্ত, তাই এটি পণ্য মূল্য নির্ধারণ করে না।	নিম খাজনা যেহেতু উৎপাদন খরচের অংশ বিশেষ, তাই দীর্ঘকালে এটি পণ্যের মূল্যে অর্ন্তভুক্ত থাকে। অর্থাৎ দীর্ঘকালে নিম খাজনার কোন অস্তিত্ব থাকে না।

খাজনা ও দামের সম্পর্ক (Relation between Rend and Price)

খাজনা ও দামের মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ে দুইটি মতবাদ রয়েছে। যেমন- (১) রিকার্ডোর মতবাদ ও (২) আধুনিক মতবাদ।

(১) **রিকার্ডোর মতবাদ :** ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ রিকার্ডো মনে করেন, "খাজনা দামের অর্ন্তভূক্ত নয় (Rent does not enter into price)। অর্থাৎ খাজনার কারণে দামের কোন পরিবর্তন ঘটে না। উৎপন্ন পণ্যের দাম দ্বারাই খাজনা নির্ধারিত হয়"। অন্যভাবে বলা যায়, খাজনা দেওয়ার কারণে ফসলের দাম বাড়ে না, বরং ফসলের দাম বৃদ্ধির কারণেই খাজনার উদ্ভব ঘটে। তিনি যুক্তি দেখান যে, প্রান্তিক জমির আয় ও উৎপাদন ব্যয় পরস্পর সমান বলে সেখানে খাজনা শূণ্য। প্রান্তিক জমির চেয়ে উৎকৃষ্ট জমিতে উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা ফসলের দাম যতটা বেশী হবে ততটাই হবে ঐ উৎকৃষ্ট জমির খাজনা। ফসলের দাম বৃদ্ধি বা হ্রাসের কারণে জমির খাজনার পরিমাণ বেশী বা কম হবে। তাই ফসলের দাম নির্ধারণে খাজনার কোন ভূমিকা নেই বরং দামের দ্বারাই জমির খাজনা প্রভাবিত ও নির্ধারিত হয়।

(২) **আধুনিক মতবাদঃ** আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ খাজনা ও দাম সম্পর্কিত রিকার্ডোর যুক্তি ও বিশ্লেষণ সমর্থন করে না। তাঁরা খাজনা ও দামের মধ্যে সম্পর্ক দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। যেমন- সমাজের সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ এবং ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ। কোন দেশের বা সমাজের সামগ্রিক দৃষ্টিকোন থেকে কোন জমির যোগান দাম নাও থাকতে পারে। কিন্তু ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে জমির অবশ্যই যোগান দাম আছে। নিম্নে বিষয় দুটি নিয়ে আলোচনা করা হলোঃ

সমাজের সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকেঃ কোন দেশ বা সমাজের সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে প্রকৃতির দান জমির একটি ব্যবহার ছাড়া অন্য কোন বিকল্প ব্যবহার নেই। সুতরাং এর কোন বিকল্প আয়ও নেই। ফলে জমির যোগান দাম শূণ্য। কাজেই খাজনা উৎপাদন খরচের অংশ নয়।

ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ থেকেঃ ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় জমির যোগান স্থিতিস্থাপক এবং এর বিকল্প ব্যবহার রয়েছে। কাজেই জমির একটি যোগান দাম রয়েছে যা জমি ব্যবহারের জন্য তার মালিককে অবশ্যই খাজনা হিসাবে দিতে হবে। সেক্ষেত্রে খাজনাকে উৎপাদন ব্যয়ের সাথে ধরে ফসলের দাম নির্ধারণ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এক খণ্ড জমিতে ধান ও পাট দুটি ফসলই চাষ করা যায়। যদি ধান চাষ করে ঐ জমিতে ৫০০ টাকা উদ্বৃত্ত আয় হয় তবে ঐ জমিতে ধানের পরিবর্তে পাট চাষ করে সে ক্ষেত্রে পাট যে পরিমাণ

উৎপাদিত হোক না কেন জমির মালিককে ৫০০ টাকার সমান খাজনা দিতে হবে। এই ব্যয়কে সুযোগ ব্যয় (Oportunity cost) বলা হয়। এ পর্যায়ে যদি খাজনার পরিমাণ ৫০০ টাকার কম হয় তাহলে জমিটি পাট চাষে ব্যবহৃত না হয়ে ধান চাষে ব্যবহৃত হবে। কৃষক প্রয়োজনে পাটের দাম বৃদ্ধির মাধ্যমে খাজনার পরিমাণ বৃদ্ধি করে ৫০০ টাকার সমান দিতে বাধ্য হবে। তা না হলে পাট চাষের জন্য জমি পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ এক্ষেত্রে খাজনা দামের অর্ন্তভূক্ত হচ্ছে এবং খাজনা বৃদ্ধির প্রয়োজনে পাটের দাম বৃদ্ধি হচ্ছে।

সুতরাং সামাজিক দৃষ্টিকোণ বা ভূমির একক ব্যবহারের দিক বিবেচনা করলে জমির খাজনা দামের অর্ন্তভূক্ত হবে না। কিন্তু ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে জমির একাধিক বা বিকল্প ব্যবহার করলে খাজনা দামের অংশ বলে বিবেচিত হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ

খাজনা ও দামের মধ্যে সম্পর্ক আধুনিক মতবাদের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করুন।

সারসংক্ষেপ

- জমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে খাজনার উদ্ভব হয়। পক্ষান্তরে মানব সৃষ্ট যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সাজ সরঞ্জাম থেকে উপখাজনা বা নিম খাজনার উদ্ভব হয়। স্বল্পকালীন সময়ে খাজনা ও নিম খাজনা উভয়ই উদ্বৃত্ত আয়। কিন্তু দীর্ঘকালে খাজনা উদ্বৃত্ত আয় হলেও নিম খাজনা স্বাভাবিক মুনাফার অংশ হিসাবে বিবেচিত হয়।
- খাজনা নির্ধারণে দামের প্রভাব থাকলেও দাম নির্ধারণে খাজনার কোন প্রভাব থাকে না। খাজনা বেশি হলে ফসলের দাম বেশি হবে এসব কথা সত্য নয় বরং ফসলের দাম বেশি হলে খাজনা বেশি হবে। ফসলের দাম বেড়ে গেলে প্রান্তিক জমির পরিবর্তন ঘটবে। অর্থাৎ যে জমি প্রান্তসীমার নিম্নে ছিল, দাম বৃদ্ধির কারণে সেই জমি চাষের আওতায় আসবে এবং তা প্রান্তিক জমি হিসাবে গণ্য হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৪

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। স্বল্পমেয়াদে কোন খাজনার উদ্ভব হয়?

(ক) মোট খাজনা　　(খ) নিম খাজনা
(গ) নীট খাজনা　　(ঘ) অর্থনৈতিক খাজনা

২। নিম খাজনার প্রবর্তক কে?

(ক) ডেভিড রিকার্ডো　　(খ) অধ্যাপক আলফ্রেড মার্শাল
(গ) টমাস মালথাস　　(ঘ) পি. এ. স্যামুয়েলসন

৩। নিম খাজনা হলো একটি

i. দীর্ঘমেয়াদী ধারণা
ii. স্বল্পমেয়াদী ধারণা
iii. মধ্যমেয়াদী ধারণা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i　　(খ) ii　　(গ) iii　　(ঘ) i, ii ও iii

৪। মোট আয় - মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় = কি?

i. মোট খাজনা
ii. নীট খাজনা
iii. নিম খাজনা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

৫। মানুষের সৃষ্ট মূলধন যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণ হতে স্বল্পকালে যে আয় পাওয়া যায় তাকে কিরূপ খাজনা বলে?

(ক) মোট খাজনা (খ) অর্থনৈতিক খাজনা (গ) নিম খাজনা (ঘ) নীট খাজনা

৬। খাজনা ও দাম সম্পর্কিত বিষয়ে কয়টি মতবাদ প্রচলিত আছে?

(ক) ২টি (খ) ৩টি (গ) ৪টি (ঘ) ৫টি

৭। ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে জমির যোগান কি রূপ?

(ক) স্থিতিস্থাপক (খ) বিকল্প ব্যবহারযোগ্য (গ) শূণ্য স্থিতিস্থাপক (ঘ) অস্থিতিস্থাপক

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৮নং ও ৯নং প্রশ্নের উত্তর দেন।

জালাল মিয়া একজন সফল কৃষক। সে এক খন্ড জমিতে ধান চাষ করে ৫০০০ টাকা উদ্বৃত্ত আয় করে তাকেই খাজনা হিসাবে জমির মালিককে প্রদান করে। ঐ কৃষক সেই জমিতে ধানের পরিবর্তে গম চাষ করে গমের উৎপাদন কম হওয়ার কারণে জমির মালিককে ৫০০০ টাকা খাজনা দিতে সক্ষম না হলে কি হতে পারে?

৮। i. জমিটি গম চাষের পরিবর্তে ধান চাষে ব্যবহৃত হবে

ii. গমের উৎপাদন বৃদ্ধি করে গম চাষেই ব্যবহৃত হবে

iii. গমের দাম বৃদ্ধি করে খাজনার পরিমাণ ৫০০০ টাকা করবে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৯। এ ধরনের খাজনার ক্ষেত্রে খাজনা ও দামের সম্পর্ক কি হবে-

i. খাজনা দামের অন্তর্ভুক্ত হয়

ii. খাজনা দামের অন্তর্ভুক্ত নয়

iii. খাজনা বৃদ্ধির প্রয়োজনে শস্যের দাম বাড়ানো হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। দুলাল মিয়া একজন কৃষক। সে অন্যের জমি চাষাবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। তার চাষের জমিগুলো অপেক্ষাকৃত উর্বর এবং অবস্থানগত দিক দিয়েও ভালো অবস্থানে অবস্থিত। এজন্য সে জমি থেকে উৎপাদন খরচের অতিরিক্ত কিছু বাড়তি উপার্জন করে। রিকার্ডোসহ ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদরা মনে করেন, কৃষকের এই উদ্বৃত্ত আয় খাজনা হিসাবে জমির মালিককে দিতে হয়।

(ক) খাজনা কি?

(খ) মোট খাজনা ও নীট খাজনার মধ্যে পার্থক্য কি?

(গ) দুলাল মিয়াকে কেন খাজনা দিতে হয়?

(ঘ) খাজনা সম্পর্কে রিকার্ডোর মতবাদটি কতটুকু সমর্থনযোগ্য- তা ব্যাখ্যা করুন।

২। শিহাব রহমান এক খন্ড জমি ব্যবহারের জন্য তার মালিককে জমি ব্যবহারে জন্য ২০০০ টাকা, জমির মালিকের মজুরী ৬০০ টাকা, বিনিয়োগকৃত মূলধনের সুদ বাবদ ৫০০ টাকা, সরকারী কর বাবদ ৫০ টাকা এবং ঝুঁকি গ্রহণের জন্য মুনাফা বাবদ ২০০ টাকা খাজনা প্রদান করে।

(ক) খাজনা কি?

(খ) নিম খাজনা বলতে কি বুঝায়?

(গ) শিহাব রহমানের নীট খাজনার পরিমাণ কত? ব্যাখ্যা করুন।

(ঘ) মোট খাজনা সব সময় নীট খাজনা থেকে বেশী হয় - বিশ্লেষণ করুন।

৩। খলিল মিয়ার নিজের কোন জমি নাই। তিনি প্রতিবেশী ধনী জালাল সাহেবের জমি চাষাবাদ করেন। এজন্য খলিল মিয়া জালাল সাহেবকে খাজনা দেন। তিনি জমি থেকে উৎপাদিত পাট বিক্রির সময় এই খরচটা উৎপাদন খরচের মধ্যে ধরে নিয়ে পাটের বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করেন।
(ক) উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়টি কোন ধারণাকে ইঙ্গিত করে ব্যাখ্যা করুন।
(খ) আপনি কি উপরিউক্ত ধারনার সাথে একমত? আপনি আপনার বক্তব্য যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করুন।
(গ) পাটের দাম বাড়লে কি খাজনা বাড়বে? ব্যাখ্যা করুন।
(ঘ) খলিল মিয়ার লিজ নেয়া জমির খাজনা কিভাবে নির্ধারিত হয় তা ব্যাখ্যা করুন।

৪। অর্থনীতি বিষয়ে শিক্ষক খাজনা তত্ত্ব বিষয়ে শ্রেণীকক্ষে বললেন, স্বল্পকালে এমন দ্রব্য সামগ্রী আছে তার যোগান দেয়া সম্ভব নয়। তবে দীর্ঘকালে যোগান দেয়া সম্ভব। ফলে স্বল্পকালে অতিরিক্ত আয়ের সুযোগ থাকলেও দীর্ঘকালে তা সম্ভব নয়। কিন্তু প্রকৃতিগতভাবে স্থির কোন উৎপাদনের উপাদানের ক্ষেত্রে স্বল্পকাল ও দীর্ঘকালে খাজনার উদ্ভব হবে।
(ক) মার্শালের মতে খাজনার সংজ্ঞা কি?
(খ) ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে খাজনার সাথে দামের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।
(গ) উদ্দীপকে ধারণাটি খাজনার কোন ধারণাকে ইঙ্গিত করছে- ব্যাখ্যা করুন।
(ঘ) উল্লেখিত ধারণার সাথে খাজনার পার্থক্য বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠ **১২.১:** ১। গ

পাঠ **১২.২:** ১। ক ২। ক ৩। গ ৪। খ ৫। ঘ

পাঠ **১২.৩:** ১। খ ২। ক ৩। খ ৪। খ

পাঠ **১২.৪:** ১। খ ২। খ ৩। খ ৪। গ ৫। গ ৬। ক ৭। ঘ ৮। গ ৯। ক